সংযুক্তি—০২

একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১৭

৩৭.০.০০০০.০৭৮.৩১.০০৪.১৪-২২১

তারিখঃ ২৮ চৈত্র ১৪২২ / ১১ এপ্রিল ২০১৬

বিষয়ঃ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য/মতামত প্রেরণ।

সূত্রঃ Urgent Fax. Office of the Attorney General for Bangladesh. Dated-28/03/2016.

উপর্যুক্ত বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১০২৪২/২০০৬, ৩১৮৯/২০০৮, ৯৪০৬/২০১০, ৫২৪৮/২০১০,১৪৪৫/২০১১, ১৫০০/২০১১, ৬৭৯৯/১১, ৮১৪৪/২০১১, ৮৬৪৭/২০১১, ৯৫১৯/২০১১, ৯৫২৯/২০১২, ১০০৫/১৩ ও ১০৩৯৮/২০১৩ দায়ের করা মামলাসমূহ সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য/মতামত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২৯/০৩/২০১৬

(লায়লা আরজুমান্দ বানু)
উপ-সচিব (বিশ্ব ১)
ফোনঃ ৯৫৪৯১৭৬।

এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাটর্নী জেনারেল-এর কার্যালয়
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোঃ খোরশেদুল আলম,ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল)।

অনুলিপিঃ
১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৬। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। উপ-সচিব (আইন কোষ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, আর কাউন্সিল, ঢাকা
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ খোরশেদুল আলম কর্তৃক চাহিত ০৪টি প্রশ্নের জবাব নিম্নরূপ:

১নং প্রশ্ন: How the Darul Ihsan University is running without the approval after 1993?

জবাব:

১.১ ১৯৮৬ সালে দারুল ইহসান ডিট অব ট্রাস্ট গঠিত হয় এবং সাভার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ১৮/১২/১৯৮৬ তারিখে রেজিস্ট্রি হয় (সংলাগ-১)। এই ট্রাস্টের অধীনে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর ১৯/০৮/১৯৯৩ তারিখে সরকার শাঃ১৫(১)/১০এম-২২/৮৯/১০৩-শিক্ষা স্মারকমূলে প্রফেসর সৈয়দ আলী নকী, সচিব, দারুল ইহসান ট্রাস্ট নামে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাময়িক অনুমোদনপত্র প্রদান করে (সংলাগ-২)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সাময়িক ঠিকানা ছিল বাড়ী-২১, সড়ক-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা এবং মূল/স্থায়ী ক্যাম্পাস গনকবাড়ী, সাভার, ঢাকা। প্রফেসর সৈয়দ আলী নকী দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো অবস্থায় ১১/১০/২০০৬ তারিখে প্রফেসর মনিরুল হককে চ্যান্সেলর কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় (সংলাগ-৩)। মূলত তখন থেকেই প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব, মামলা এবং গ্রুপিং সৃষ্টি হয়। একটি গ্রুপ (১) প্রফেসর সৈয়দ আলী নকী গ্রুপ এবং অন্যটি (২) প্রফেসর মনিরুল হক গ্রুপ। প্রফেসর সৈয়দ আলী নকীর মৃত্যুর পর (৩) আবুল হোসেন গ্রুপ এবং (৪) আকবর উদ্দিন গ্রুপ সৃষ্টি হয়। এই চারটি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দাবী করে নানা ধরণের মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে। তাদের মোট মামলার সংখ্যা ১৩টি। ১৩টি রীট নিম্নরূপ:

"১০২৪২/২০০৬, ৩১৮১/২০০৮, ৯৪০৬/২০১০, ৫২৪৮/২০১০, ১৪৪৩/২০১১, ১৫০০/২০১১, ৬৭৯৯/১১, ৮১৪৪/২০১১, ৮৬৪৭/২০১১, ৯৫১৯/২০১১, ৯৫২৯/২০১২, ১০০০৫/১৩ ও ১০৩৯৮/২০১৩"

১.২ মহামান্য হাইকোর্টে বিভিন্ন বেঞ্চে এসব মামলা চলমান থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাময়িক সনদপত্র স্থগিত করা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ছাত্র-অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য ইউজিসি কর্তৃক ০৫/০৩/২০১০, ০৬/০৩/২০১০, ১২/০৩/২০১০ তারিখে দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় (সংলাগ-৪, ক, খ, গ, ঘ)।

২নং প্রশ্ন: There is no provision in the private university Act of outer campus but Darul Ihsan University is running with its 29 outer campus.

জবাব:

২.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ গত ১৮ জুলাই, ২০১০ হতে কার্যকর হয়। উক্ত আইনের ১৩ ধারায় আউটার ক্যাম্পাস সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এই আইনের পূর্বে আউটার ক্যাম্পাস সম্পর্কিত সুর্নিদিষ্ট কোন বিধি-বিধান ছিল না।

২.২ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রতিষ্ঠাতা/উদ্যোক্তা দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই (মরহুম) প্রফেসর সৈয়দ আলী নকী(ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য) আউটার ক্যাম্পাস সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ না থাকার সুযোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২৯টি ক্যাম্পাস চালু করে। ঐ সময়ে দারুল ইহসানসহ আরো অনেক ইউনিভার্সিটি বিনা অনুমতিতে আউটার ক্যাম্পাস চালু করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। এহেন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ০৪/১১/২০০৭ তারিখে বিমক/শে:বি:/২৬৮(৩)/অংশ-১/৯০/৭১৮৯ নং স্মারকে আউটার ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ তথা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করার জন্য নির্দেশনা পত্র প্রদান করা হয় (সংলাগ-৫)।

২.৩ উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর সৈয়দ আলী নকী আদালতে রীট পিটিশন ৩১৮৯/২০০৮ দায়ের করে ২৯টি আউটার ক্যাম্পাসের পক্ষে স্থগিতাদেশ লাভ করেন। স্থগিতাদেশ সম্পর্কে আদালতের রায় নিম্নরূপ:

"Pending hearing of the Rule, let the operation of the impugned order contained in Memo No.বিমক/শে:বি:/২৬৮(৩)/অংশ-১/৯০/৭১৮৯ dated 04.11.2007 issued under the signature of respondent No. 5 be stayed for a period of 3(three) months from date.তাং ০৫/০৫/২০০৮ (সংলাগ-৬)।

২.৪ পরবর্তীতে এই তিন মাসের স্থগিতাদেশ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সময় বর্ধিত হয়।

"The order of stay granted earlier by this Court be extended till disposal of the Rule" তাং ৩০/০৭/২০০৮ (সংলাগ-৭)।

২.৫ আরো উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে উল্লেখিত ২৯টি ক্যাম্পাস হতে পাসকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সনদপত্র সম্পর্কে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠায় সৈয়দ আলী নকী গ্রুপের উত্তরসূরী প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম, ভিসি (ভারপ্রাপ্ত) একই মামলায় (রীট পিটিশন ৩১৮৯/২০০৮) আদালতে সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা চেয়ে পুনরায় আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে মহামান্য আদালত সন্তুষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণিত রায় প্রদান করেন,

"Mr. Md. Faizul Kabir, the learned Advocate for the petitioner submits that on the basis of this said order the respondents are refusing to accept the B.Ed. Degree certificates obtained by the students from the petitioner Daru Ihsan University Outer Campus lawfully teaching approved B.Ed. & M.Ed. and other approved courses as are lawfully protected under Rule & order of stay dated 27.04.2008 and 05.05.2008 respectively. Hence the said order dated 15.05.2008 cannot be made applicable to the Outer Campuses of the petitioner Darul Ihsan University teaching approved B.Ed. Courses and certificates thereon to the students till disposal of the rule

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার সাময়িক অনুমতি প্রত্যাহার/বাতিল করা আবশ্যক, (৩) দেশের বিভিন্ন স্থানে আউটার ক্যাম্পাস খুলে সনদ বাণিজ্য করার জন্য ৪টি অভিযুক্ত ট্রাস্টি গ্রুপ ও তাদের নিযুক্ত উপাচার্য/উপ-উপাচার্য/ট্রেজারার ও রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে দায়ী করা হয়েছে। তবে মহামান্য আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে (৪) বিশ্ববিদ্যালয়টি কর্তৃত্ব নিয়ে মামলা থাকায় এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে না পারায় অনুমতি প্রদানের শর্ত পালন করতে ব্যর্থতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ও পরিচালনার সাময়িক সনদ বাতিল করা আবশ্যক, (৫) ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোর্স বন্ধ করাসহ অন্য ন্য ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে প্রদান করা আবশ্যক বলে মত দিয়েছেন, (৬) পুনরায় ইউজিসিকে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে ও (৭) বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়কে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করে সাময়িক অনুমতি বাতিল ও আইন সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.৩ তদন্ত কমিশন তার রিপোর্টের মধ্যে ১নং সুপারিশে উল্লেখ করেছে যে, মামলা মোকদ্দমা চলমান থাকায় তিনি মত পোষণ থেকে বিরত থেকেছেন। ৩নং সুপারিশে বলা হয়েছে যে, ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত ধারাবাহিকতায় এটা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি নিয়ে একাধিক্রমে মামলা থাকায় এবং কোন কোন মামলায় স্থগিতাদেশ থাকায় আদালতে বিচারাধীন Pending বিষয়ে সরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতি বাতিল করা যায়নি। অপর সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ক্ষমতাবান করার বিষয়টি আইন সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত এবং সময় সাপেক্ষে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন এবং ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন যুগোপযোগী সংশোধন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করাসহ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে আইন সংশোধন কার্যক্রম চলছে।

৩.৪ যে সমস্ত আউটার ক্যাম্পাসের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না এরূপ ১০৬টি ক্যাম্পাস চিহ্নিত করে তা বন্ধ/উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে (সংলাগ-১১, মোট-৩৬X২=৭২+১+৫=৭৮টি চিঠি)।

৩.৫ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবাদমান ০৪টি গ্রুপের মোট ০৮টি ওয়েব সাইট বন্ধ করার সুপারিশ করে চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা কর্তৃপক্ষকে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় (সংলাগ-১২)।

৩.৬ দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি'র ১৩টি মামলা একটি কোর্টে নিয়ে নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে এ্যাটর্নী জেনারেল বরাবর অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয় (সংলাগ-১৩)। আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

৪নং প্রশ্ন: Why the Govt. did not take any other activities between the Group of trustee?

জবাব:

৪.১ দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির দাবীদার ৪টি গ্রুপ চার ধরণের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে প্রত্যেকে প্রত্যেকেরটি বৈধ এবং অপরটি অবৈধ বলে আদালতে রীট পিটিশন দায়ের করে, যার নং ৯৪০৬/২০১০, ১৫০০/২০১১, ৬১৬২/২০১৪ ও ৫১৬/২০০৮। উল্লেখ্য যে, বর্নিত মামলাগুলো এখনো বিচারাধীন। উচ্চতর আদালতে এহেন বিচারাধীন বিষয়ে (গ্রুপ অব ট্রাস্টি) চূড়ান্ত রায় ব্যতীত সরকারি হস্তক্ষেপ আইনানুগ নয় বিবেচনায় এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

২১.০৪.১৫